রুয়েট বুলেটিন
RUET
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ত্রৈ-মাসিক প্রকাশনা
৩য় বর্ষ :: ৯ম সংখ্যা :: জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭

মঙ্গলগ্রহে অভিযানে সক্ষম রোবট উদ্ভাবন করলো রুয়েট শিক্ষার্থীরা

মঙ্গলগ্রহে সফলভাবে অভিযান চালাতে সক্ষম রোবট উদ্ভাবন করেছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।

১ জানুয়ারি রবিবার দুপুরে "অগ্রদুত" নামের নব উদ্ভাবিত এই রোবটের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। এই রোবটের প্রদর্শনী দেখতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ভিড় জমায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ বলেন, রুয়েটের শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী রোবট উদ্ভাবন করে দেশ ও বহিঃবিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালাতে সক্ষম এই রোবট উদ্ভাবন করে রুয়েট শিক্ষার্থীরা আবারও তাদের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতা প্রমান করেছে।

মঙ্গলগ্রহ অভিযানে সক্ষম রোবটের উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ এমদাদুল হক এবং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ও রোবটিক সোসাইটি অব রুয়েট এর সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ রোকনুজ্জামান সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ।

রুয়েটের মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মুকিদুর রহমান ও যন্ত্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী সায়েম মিসকাতের নেতৃত্বে একদল শিক্ষার্থী দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে "অগ্রদুত" নামের এই রোবটটি উদ্ভাবন করেন। মুকিদুর রহমান বলেন, তাদের উদ্ভাবিত রোবট যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালাতে সক্ষম হবে। এই রোবট উদ্ভাবনে এমন কিছু সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই রোবট মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালিয়ে সেখানকার আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি, বিষাক্ত যে কোন গ্যাসের উপস্থিতি নিরূপণ, ভূ-প্রকৃতির গঠন ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান এবং ছবি উত্তোলন করে পৃথিবীতে পাঠাতে সক্ষম হবে।

মঙ্গলগ্রহ অভিযানে সক্ষম রোবটের উদ্ভাবক রুয়েট শিক্ষার্থীদের সাথে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

উদ্ভাবক দলের অপর নেতা সায়েম মিসকাত জানায়, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব রোভার চ্যালেঞ্জার্স প্রতিবছর মঙ্গলগ্রহে অভিযান চালাতে সক্ষম যে কোন নতুন ও সৃজনশীল উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। তাদের উদ্ভাবিত রোবট "অগ্রদুত" এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে নিবন্ধিত হয়েছে এবং প্রর্দশনের আমন্ত্রন পেয়েছে। প্রয়োজনীয় স্পন্সর পাওয়া গেলে রুয়েট শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিবেন বলে জানান।

রুয়েটে ১ম বর্ষের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত ঃ ক্লাশ শুরু হয়েছে ২৮ জানুয়ারি থেকে

প্রথম বর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠেছে রুয়েট ক্যাম্পাস। ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে নবাগত শিক্ষার্থীদের পরিজ্ঞান সভা।

পরিজ্ঞান সভার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। তিনি নবাগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, আমরা রুয়েটকে একটি সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার সর্বাত্নক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। এর পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশ্বের অন্যতম আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ আরও বলেন, প্রতি বছর এখানে যুগোপযোগি নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। চলতি শিক্ষা বর্ষেও দুটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। সরকারের সার্বিক সহায়তায় নানা অবকাঠামোগত উন্নয়ন চলছে। খুব শিঘ্রই রুয়েট দেশের একটি মডেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিজ্ঞান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম বর্ষ ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও পুরকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোহাঃ আব্দুস সোবহান এবং যন্ত্রকৌশল

অনুষদের ডীন ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী। পরিজ্ঞান অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আর্কিটেকচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ইকবাল মতিন।

২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের পরিজ্ঞান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

পরিজ্ঞান সভায় রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন সহ বিভিন্ন অনুষদের ডীন, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম বর্ষ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ক্লাশ শুরু হয়েছে ২৮ জানুয়ারি শনিবার থেকে। নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী শনিবার সকাল থেকে প্রথম বর্ষের প্রতিটি বিভাগের ক্লাশ শুরু হয়। নিয়মানুযায়ী কোন শিক্ষার্থী ১০ শিক্ষা দিবস ক্লাশে অনুপস্থিত থাকলে তার ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যাবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রথম বর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের এই মূহুর্তে রুয়েটের আবাসিক হলে থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

রুয়েটে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অবিরাম গল্প বলা প্রতিযোগিতা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অবিরাম গল্প বলা প্রতিযোগিতা ২০১৭।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে "অবিরাম গল্প বলা" প্রতিযোগিতা রুয়েট কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সহায়তায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল রুয়েট।

স্বাগতিক রুয়েট ছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় রুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চাইম আহমেদ রায়হান প্রথম স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী প্রতিযোগিদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক বোর্ডের সদস্য প্রফেসর ইকবাল মতিন, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার, উপ-পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) সিদ্ধার্থ শংকর সাহা প্রমূখ।

রুয়েটে প্ল্যানিং, আর্কিটেকচার ও পুরকৌশল বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

অত্যন্ত সফল ও আনন্দঘন পরিবেশে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলো "প্ল্যানিং, আর্কিটেকচার এন্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং" বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স।

৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে তিন দিনব্যাপী এই কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মত "প্ল্যানিং, আর্কিটেকচার এন্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং" বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করতে পেরে রুয়েট পরিবার গর্বিত।

কনফারেন্স আয়োজন কমিটির সভাপতি ও পুরকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর মোহাঃ আব্দুস সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাপানের রুকুয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার এন্ড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর নবুইউকি ওগুরা, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী ও আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী আজিজুল মাওলা এবং সেভেন রিং সিমেন্টের সিনিয়র ম্যানেজার প্রকৌশলী এ এইচ এম তৌহিদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনফারেন্স আয়োজন কমিটির সেক্রেটারী ও পুরকৌশল বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার।

পুরকৌশল অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের প্ল্যানিং, আর্কিটেকচার, এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক গবেষক, শিক্ষাবিদ, প্রকৌশলীগণ ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। সেভেন রিং সিমেন্টের পৃষ্টপোষকতায় আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই কনফারেন্সের টেকনিক্যাল সেশনে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ।

১১ ফেব্রুয়ারি শনিবার কনফারেন্সের সমাপণী অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

রুয়েটের উন্নয়নে একনেকে ৩৪০ কোটির টাকার প্রকল্প অনুমোদন

রুয়েটের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ইক্যুইপমেন্ট স্থাপনের জন্য একনেকে ৩৪০ কোটি ১৩ লাখ টাকার একটি বৃহৎ প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।

রুয়েটের উন্নয়নে এত বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্প অনুমোদন দেয়ায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় "রুয়েট অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প"-এর অনুমোদন দেয়া হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় রুয়েটে তিনটি একাডেমিক ভবন, একটি প্রশাসনিক ভবন, একটি ইন্সটিটিউট ভবন, ছাত্রদের একটি হল ও ছাত্রীদের একটি হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের পাঁচতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, একটি শিক্ষক কোয়ার্টার, একটি শিক্ষক ডরমেটরী, একটি অফিসার্স কোয়ার্টার, একটি স্টাফ কোয়ার্টার, মেডিক্যাল সেন্টার ভবন এবং উপাচার্যের বাসভবন নির্মাণ করা হবে।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের আওতায় ১৩ টি ভবন নির্মাণ করা হবে যার ১১টি হবে ১০ তলা বিশিষ্ট ভবন। এছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও গবেষণামুলক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ল্যাবে অত্যাধুনিক ইক্যুইপমেন্ট স্থাপন করা হবে এই প্রকল্পের আওতায়।

এই প্রকল্পটি অনুমোদন হওয়ার পর ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ বলেন, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রুয়েটকে দেশের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিদ্যাপিঠ এবং Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

নবগঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও উম্মুক্ত জ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টিতে এবং দক্ষ জনবল তৈরীর নিমিত্তে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বৃহৎ প্রকল্পটি অনুমোদন দিয়েছেন। এর জন্য রুয়েট পরিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রুয়েটে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন

বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে রুয়েটে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

কর্মসূচীর মধ্যে ছিল একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ ও ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

একুশের প্রথম প্রহরে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারি সমিতি, মাস্টাররোল কর্মচারি সমিতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হল, শহীদ লেঃ সেলিম হল, শহীদ আব্দুল হামিদ হল, শহীদ শহিদুল ইসলাম হল, টিনশেড হল, দেশরত্ন শেখ হাসিনা হল, সমানুপাতিক, রাজশাহী শহর পরিষদ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রুয়েট সাহিত্য সংঘ, ফটোগ্রাফি সোসাইটি অব রুয়েট সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এছাড়া রুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুর রহমান নিবিড় ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরি মাহফুজুর রহমান তপুর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী শোভাযাত্রা শেষে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।

শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষ মহান ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নিরবতা ও দোয়া করা হয়।

এছাড়া সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবনসহ সকল ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে রাখা হয়। বাদ আসর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।

এসব কর্মসূচীতে যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম, পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

রুয়েটে জাতির জনকের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় রুয়েটে পালিত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্ম দিবস এবং জাতীয় শিশু দিবস।

সুর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবনসহ বিভিন্ন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে রুয়েটে এই দিবস পালনের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৯ টায় কেন্দ্রীয় শরীরচর্চা কেন্দ্রে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

সকাল ১০ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। এছাড়া শিক্ষক সমিতি এবং বিভিন্ন হলসহ ছাত্রলীগ রুয়েট শাখার পক্ষ থেকে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

সকাল সাড়ে ১০ টায় কেন্দ্রীয় শরীরচর্চা কেন্দ্রের মিলনায়তনে এই মহতি দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পুরকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর মোহাঃ আব্দুস সোবহান, যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী, ইলেকট্রনিক এন্ড কম্পিউটার সায়েন্স অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম শেখ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম এবং রুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুর রহমান নিবিড়, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরি মাহফুজুর রহমান তপু ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোল্লা এইচ এস ইসমাইল। পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপ-পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) সিদ্ধার্থ শংকর সাহা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

পরে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

বাদ জুম্মা কেন্দ্রীয় মসজিদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিকেলে কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত চলচ্চিত্র প্রর্দশনীর আয়োজন করা হয়।

এসব অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, হল প্রভোষ্ট, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রুয়েটে পালিত হলো গণহত্যা দিবস

বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নৃশংস, ভয়ংকর, মর্মান্তিক ও বিভীষিকাময় কালরাত্রি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। এই দিনে মধ্যরাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পূর্বপরিকল্পিত অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী আন্দোলনরত বাঙালিদের কন্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর

গণহত্যা দিবসে রুয়েট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাইস চ্যান্সেলর সহ ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ মোমবাতি প্রজ্বলন করেন।

ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সংঘটিত হয় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যা। দিনটিকে সরকার গণহত্যা দিবস ঘোষণা করায় রুয়েটে যথাযোগ্য মর্যদায় দিবসটি পালন করা হয়। গণহত্যা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপ-ছাত্রকল্যাণ পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) সিদ্ধার্থ শংকর সাহা। রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম ও পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) প্রফেসর ড. মোঃ শামীমুর রহমান সহ আরো অনেকে গণহত্যা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ রুয়েট শাখার সভাপতি নাঈম রহমান নিবিড় এবং সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মাহফুজুর রহমান তপু। মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে ৭১'র সেই ভয়াল কালরাত্রির কথা স্মরণ করা হয় এবং ২৫ মার্চ সহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

রুয়েটে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদায় রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।

সুর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবনসহ বিভিন্ন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে রুয়েটে এই দিবস পালনের কর্মসূচি শুরু হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ সহ অন্যান্যরা।

সকাল সাড়ে আটটায় শোভাযাত্রা শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। এ সময়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট এবং ছাত্রলীগ রুয়েট শাখার পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। পরে সম্মিলিতভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে রুয়েটের শহীদ ছাত্রদের কবরে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পরে রুয়েটে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর।

সকাল ১০ টায় কেন্দ্রীয় শরীরচর্চা কেন্দ্রে শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর। একই সাথে কেন্দ্রীয় মাঠে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর ১ টায় কেন্দ্রীয় শরীরচর্চা কেন্দ্র মিলনায়তনে এই মহতি দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. নীরেন্দ্র নাথ মুস্তফী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম এবং রুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুর রহমান নিবিরসহ কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী নেতৃবৃন্দ। পরিচালক (ছাত্রকল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপ-ছাত্রকল্যাণ পরিচালক সিদ্ধার্থ শংকর সাহা।

পরে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ।

এছাড়া ৫ম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় গেমস এ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হওয়ায় রুয়েট ক্রিকেট দলকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় রুয়েট ক্রিকেট দলের সদস্যদের।

বাদ জুম্মা কেন্দ্রীয় মসজিদে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসব অনুষ্ঠানে রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররাফ হোসেনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, হল প্রভোষ্ট, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের শিক্ষার্থী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের যন্ত্র আবিস্কার

সড়ক দুর্ঘটনা বাংলাদেশের প্রতিদিনের সঙ্গী। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে রুয়েটের শিক্ষার্থী আনাস, সিয়াম ও সুশান্ত আবিষ্কার করেছেন নতুন এক যন্ত্র। তাঁদের উদ্ভাবিত যন্ত্রটি চালকের সহকারী ও পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

‘অ্যাডভান্স ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম’ নামের যন্ত্রটিকে তাঁরা সংক্ষেপে বলছেন ‘অ্যাডামস কিট’। মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে যন্ত্রটি নানা ধরনের নির্দেশনা দেবে গাড়ির চালককে।

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্ভাবিত যন্ত্রের আবিস্কারক রুয়েটের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

অ্যাডামস কিটের বিষয়টি খোলাসা করলেন সিগমাইন্ড গ্রুপের পরিচালক আবু আনাস ইবনে সামাদ। তিনি বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে বড় ভূমিকা গাড়ির চালকের। তাই আমরা এমন একটি যন্ত্রের কথা চিন্তা করেছি, যা চালকের সহকারী হিসেবে কাজ করবে। গাড়ির একজন হেলপার যেমন সব সময় নানা নির্দেশনা দিয়ে চালককে সহায়তা করে, যন্ত্রটি ঠিক তাই করবে।’

সিগমাইন্ড গ্রুপের মাধ্যমেই তাঁরা ‘অ্যাডামস বেসিক’ ও ‘অ্যাডামস প্রো’ নামে যন্ত্রটির দুটি সংস্করণ উদ্ভাবন করেছেন।

কীভাবে কাজ করবে যন্ত্রটি? প্রতিষ্ঠানটির সহযোগী পরিচালক সিয়াম হোসেন বলেন, ‘গাড়ির সামনের কাচের মাঝবরাবর বা চালকের পাশের ড্যাশবোর্ডে যন্ত্রটি লাগিয়ে রাখা হবে। লেন পরিবর্তন বা ওভারটেকিং করার সময় যন্ত্রটি শব্দ করে চালককে সতর্ক করবে। এ ছাড়া চালকের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করবে, যা পরবর্তী সময়ে কর্তৃপক্ষ চাইলে জানতে পারবে।’

গাড়ি ও মানুষ শনাক্ত করতে পারে এমন এই যন্ত্রটি পরীক্ষামূলক ব্যবহারের সময় তাঁরা একটি ভিডিও বানিয়েছেন। সেই ভিডিও দেখেই জানা গেল, গাড়ির সামনে মানুষ, যান ও অন্যান্য বস্তুকে নানা রঙে আলাদাভাবে চিহ্নিত করছে, যা অ্যাডামস কিটের ছোট পর্দায় দেখা যাচ্ছে। আবার কোনো গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হলেই সতর্ক করে দিচ্ছে চালককে। ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং করার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকলে সেটাও শব্দ করে জানিয়ে দিচ্ছে। এর মাধ্যমেই চালক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন তাঁর করণীয় সম্পর্কে।

প্রতিষ্ঠানটির বিপণন কর্মকর্তা সুশান্ত রায় বলেন, এসব সুবিধার বাইরেও কোনো পথচারী যদি ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা পারাপার করে, সেটাও অবহিত করবে চালককে। মূলত গাড়ির থেকে ২০ মিটার দূরত্বে কোনো ‘হুমকি’ থাকলে সেটাই জানিয়ে দেবে যন্ত্রটি।

তবে চালকের দক্ষতা বিচার করার জন্য যন্ত্রটি সবচেয়ে কাজে দেবে বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। কারণ অ্যাডামস কিট সার্বক্ষণিক গাড়ির গতিবিধি ভিডিও করবে। যন্ত্রটির গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) ও অ্যাকসিলারোমিটার তথ্য সংরক্ষণ করে রাখবে।

পরবর্তী সময়ে এই তথ্য দেখে পর্যালোচনা করা যাবে চালক ঠিকভাবে গাড়ি চালিয়েছেন কি না। সিয়াম হোসেন বলেন, একবার লাইসেন্স পাওয়ার পর আমাদের দেশের চালকদের দক্ষতা সম্পর্কে আর খোঁজ রাখা হয় না। নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান চাইলে এই যন্ত্রের মাধ্যমে চালকের দক্ষতা বিচার করতে পারে।

তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁরা তিন বন্ধু। আবু আনাস ইবনে সামাদ এবং সিয়াম হোসেন পড়েছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগে, সুশান্ত রায় পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগে।

তাঁরা যন্ত্রটির ধারণা উপস্থাপন করে গত বছর কানেকটিং স্টার্টআপ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় সেরা পঞ্চাশের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন। পুরস্কার জেতার পরই তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। সব চড়াই-উতরাই পেরিয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁরা এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এখন কাজ করছেন বিপণনের।

বিদেশে খ্যাতি ছড়াচ্ছে রুয়েট শিক্ষার্থীর উদ্ভাবিত স্কোয়াড বাইক

দুর্গম এলাকায় চলার জন্য 'কোয়াড বাইক' তৈরি করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশ বিভাগের ছাত্র সুমিত কর্মকার শোভন। বাংলাদেশসহ দেশের বাইরেও রীতিমতো সাড়া পড়েছে তাঁর এই উদ্ভাবনের। সম্প্রতি শোভনের তৈরি কোয়াড বাইক ভারতের তামিলনাড়ুতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

কোয়াড বাইকের আবিস্কারক রুয়েটেরে শিক্ষার্থী সুমিত কর্মকার শোভন।

শোভন পাবনার চাটমোহর পৌর শহরের সোনাপট্টি এলাকার সন্দ্বীপ কর্মকারের ছেলে। সুমিত ও তাঁর টিম 'ক্র্যাক প্লাটুন'র সদস্যদের দাবি এটি বাংলাদেশের অটোমোবাইল জগতের উদ্ভাবনী ইতিহাসে প্রথম।

শোভন জানান, তাঁরা এখন ফর্মূলা কার নিয়ে কাজ করছেন। এটা বানিয়ে তাঁরা জাপানে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের সঙ্গে লড়বেন।

শোভন আরো জানান, রুয়েটের দুইজন ফ্যাকাল্টি অ্যাডভাইজরের (অনুষদ উপদেষ্টা) সহযোগিতায় তাঁরা দশজন মিলে প্রায় তিন মাসের প্রচেষ্টায় কোয়াড বাইকটি তৈরি করেছেন।

গবেষণা পর্যায়ে থাকায় তাঁদের এই বাইকটি বানাতে খরচ হয়েছে দুই লাখ টাকা। বাইকটিতে একটি দেশীয় কোম্পানির ১৫০ সিসির মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে তাদের তৈরি কোয়াড বাইকটি পাহাড় কিংবা দুর্গম অঞ্চলের মাটির রাস্তায় চলতে পারবে।

এতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চারটি চাকা লাগানো হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে রুয়েটের মেশিন শপেই তৈরি করা হয়েছে এটি।

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠানে গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত রুয়েট শিক্ষার্থীর দেয়া বক্তব্য

স্বজন রহমান, প্রভাষক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, রুয়েট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোল্ড মেডেল প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক ও গোল্ড মেডেল বিজয়ী স্বজন রহমান।

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৩-২০১৪ এ রুয়েটের মেধাবী পাঁচ জন ছাত্র স্বর্ণপদক বিজয়ী হন। স্বর্ণপদক যাঁরা সর্ব জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, সৌম্য মন্ডল, আহমেদ হোসেইন, মোঃ স্বজন রহমান ও মোঃ ফারহামদুর রেজা। তাঁরা বর্তমানে সকলই রুয়েটে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

মেধাবীদের এই সোনালি সংবর্ধনায় উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ (এমপি), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুল মান্নান, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমার অগ্রজ ও সহপাঠীরা, সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও সালাম (আসসালামুআলাইকুম) ।

স্বাধীনতার এই মাসে শুরুতেই, ৭ ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে শুরু করে ২৫ মার্চের কালো রাত পার হয়ে ডিসেম্বরের সেই মহান বিজয়ের দিন পর্যন্ত যে সকল মহান প্রাণ শহীদ হয়েছেন, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন আলো বাতাসে বাঁচার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

আমার আফসোস হয় সেই মানুষটিকে সচক্ষে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি যিনি ফিদেল ক্যাস্ট্রো'র চোখে হিমালয়ের প্রতিরূপ, যিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সমুদ্র বিজয় বা বিশ্বব্যাংককে তোয়াক্কা না করে পদ্মাসেতু তৈরির দৃঢ় ঘোষণার মত আরও অনেক ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মমতাময়ী যে নেত্রীকে কাছ থেকে দেখার বা তার কথা শুনার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের, আজ সেই নেত্রীর হাত থেকে স্বর্ণপদক নিতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত এবং অভিভূত।

শিক্ষা জীবনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোল্ড মেডেল বিজয়ী রুয়েটের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

আজকের এই দিনটি আমার জন্য অনেক আনন্দের ও আবেগের, জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার খোশালপুর নওপাড়া নামক ছোট্ট একটা গ্রামে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, যেখানকার মানুষ স্বভাবতই এমন স্বপ্ন দেখে না। নিজেকে খুব ভাগ্যমান মনে হয় যে, এক নিভৃত গ্রামে জন্ম নিয়েও প্রকৌশলী হতে পেরেছি দেশের ২য় পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী প্রকৌশল বিদ্যাপীঠ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে, আবার সুযোগ হয়েছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রকৌশল বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কাজ করবার, আবুল মোহাম্মদ মহসিন আহমেদ স্যারের গড়া যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৬৪ সাল থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে দেশকে শত সহস্র দেশ গড়ার কারিগর উপহার দিয়ে যাচ্ছে।

জীবনের এই স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া, আর আমার শিক্ষানবিশ জীবনে যে সকল শিক্ষকদের কাছে স্নেহ, ভালবাসা ও দিক নির্দেশনা পেয়েছি তাঁদেরকে জানাই আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমান সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকেও যারা আমার পরিশ্রম এবং সফলতাকে এমনভাবে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা করেছে।

সফলতার এই দিনে মনে পড়ছে আমার মরহুম নানিকে। মনে পড়ছে, আমার প্রানের চেয়ে প্রিয় তিন বন্ধু, হলের রুমমেট, ছোটবোন, নানা, দাদি ও হাজারো কাছের মানুষের কথা। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে সেই দুটি মানুষকে, যাঁদের স্বপ্ন ও ত্যাগের বিনিময়ে আমি আজকের স্বজন রহমান হতে পেরেছি, আমার সেই কৃষক বাবা আর সাধারণ গৃহিণী মাকে। সত্যি বলতে বাবা-মায়ের বুক ভরা আশা থেকেই আরও বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করবার, জন্ম থেকে আজ অবধি দেশমাতার কাছে হয়ে যাওয়া ঋণ কিছুটা কমাবার।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে শিক্ষাক্ষেত্রে সহ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার মেধাবী সন্তানদের সম্মান, ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা জোগাবে এই আমার প্রত্যাশা।

ক্রীড়াঙ্গনে রুয়েট

"মাদক মুক্ত ক্যাম্পাস" এই উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে রুয়েটে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার পাশাপাশি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। নিজেদের মাঠ ছাড়াও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ফুটবল, ক্রিকেট, ক্যারাম, দাবা, টেনিস, টেবিল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেটবল, এ্যাথলেটিক্স সহ বিভিন্ন ইভেন্ট অংশগ্রহণ করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমান সহ সাফল্য বয়ে এনেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ম বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় গেমস' ২০১৭ এ অত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট, ফুটবল ও দাবা ইভেন্টে অংশ গ্রহণ করে। ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয় এবং ফুটবল ও দাবা প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ নৈপুন্য প্রদর্শন করে।

রুয়েট শারিরীক শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত আন্তঃবিভাগ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। গত ১৫ এপ্রিল রুয়েট ফুটবল ক্লাবের সহায়তায় আন্তঃবিভাগ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (১৫ সিরিজ ও ১৬ সিরিজ) উদ্বোধন হয় এবং ২৯ এপ্রিল প্রতিযোগিতা শেষ হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ১৫ সিরিজের ত ও ই বিভাগ চ্যাম্পিয়ন, আই পি ই বিভাগ রানার আপ এবং ১৬ সিরিজের চ্যাম্পিয়ন ও রানার যথাক্রমে জি সি ই ও ই সি ই বিভাগ। গত ১৩ মে' ১৭ হতে আন্তঃসিরিজ প্রফেসনাল ফুটবল লীগ শুরু হয়।

রুয়েট ক্রিকেট ক্লাবের সহায়তায় গত ২৮ এপ্রিল' ১৭ হতে ২০ মে'১৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় আন্তঃ বিভাগ ক্রিকেট লীগ। এই প্রতিযোগিতায় ১৪ টি বিভাগ অংশগ্রহণ করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন সি এস ই ও রানার আপ ত ও ই বিভাগকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র-কল্যাণ) প্রফেসর ড. এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার প্রদান করেন।

এছাড়াও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ তাদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শারিরীক শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত করে থাকে। এরই মধ্যে ই টি ই বিভাগ, সি এস সি বিভাগ, জি সি ই বিভাগ এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগ ক্রীড়া কার্যক্রম শেষ করেছে।

রুয়েটে শিক্ষার মানোন্নয়নে আইকিউএসি কার্যকর ভূমিকা রাখছে

দেশের ৬১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য ইউজিসি কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংকের হ্যাকেপ প্রকল্পের আওতায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে ইন্সটিটিউয়াল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল।

এই প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইন্সটিটিউয়াল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেল গঠনের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভাগগুলোর শিক্ষা ও গবেষণার বর্তমান মানগত অবস্থার আত্মমূল্যায়ন করে এগুলোর মানোন্নয়ন ও পরিবীক্ষণে সক্রিয়ভাবে সহায়তা দেয়া।

এই সেলের পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাক্টশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. মো: মোশাররাফ হোসেন এবং অতিরিক্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মো: শহীদ উজ জামান। তাঁরা দু'জনেই ইন্সটিটিউয়াল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সম্পর্কে যথাযথ অভিজ্ঞতা ও ধারণা অর্জনের জন্য যথাক্রমে ভারতে ও মালয়েশিয়ায় উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্ব শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহা: রফিকুল আলম বেগ।

এই সেলের আওতায় প্রাথমিকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি বিভাগে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভাগগুলো হচ্ছে পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক কৌশল কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রডাক্শন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রনিক এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এই ছয়টি বিভাগেই সেলফ এসেসমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলো স্ব স্ব বিভাগে বর্তমান শিক্ষা ও গবেষণার মানগত অবস্থা সম্পর্কে আত্মমূল্যায়ন করছে। একই সাথে বিভাগগুলোর বর্তমান দূর্বলতা কাটিয়ে তুলে এগুলোর শিক্ষা ক্যারিকুলামকে যুগোপযোগি করে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করছে।

এছাড়া ইন্সটিটিউয়াল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল গঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহ এবং এর সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য ইতিমধ্যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগ। অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জরি কমিশনের কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের প্রধান প্রফেসর ড. মেজবাউদ্দিন আহমেদ, কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেস এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক প্রফেসর ড. মুশফিক আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রুয়েটের ইন্সটিটিউয়াল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক ও রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোশাররাফ হোসেন এবং অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শহীদ উজ জামান ।

ইন্সটিটিউয়াল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক ড. মো: মোশাররাফ হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে রুয়েটের তিনটি বিভাগে কাজ শুরু হলেও খুব শিঘ্রই অন্য তিনটি বিভাগে এর কার্যক্রম শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে রুয়েটের সকল বিভাগকে এই সেলের কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

ড. মোশারারাফ আরও বলেন, এই সেলের কার্যক্রমের ফলে রুয়েটের প্রতিটি বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণার মানগত উন্নয়ন সাধিত হবে। আর এখান থেকে যেসব গ্রাজুয়েট বের হবেন তাঁদের দেশীয় বাজারের সাথে সাথে বৈশ্বিক বাজারেও চাকুরি নানা সুযোগ সৃষ্টি হবে।

রুয়েট কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টার বৃহত্তর পরিসরে যাত্রা শুরু করল

বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসার ঘটিয়ে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের এই প্রচেষ্টার সক্রিয় অংশিদার হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়াকে আরও বেগমান করতে এই বিশ্ববিদ্যালয়েও সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ইন্সটিটিউট খোলা হয়েছে। পাঠ্যসূচিতেও আনা হয়েছে যুগোপযোগি পরিবর্তন।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের মহাসড়কে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই প্রয়োজন ছিল একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার সেন্টারের। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাঃ রফিকুল আলম বেগের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এখানে ইতিমধ্যে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কম্পিটার সেন্টার।

কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টারে অত্যাধুনিক ল্যাব।

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর নতুন ভবনের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় স্থাপন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টারটি। দৃষ্টিনন্দনভাবে এই সেন্টারে সাজানো হয়েছে ইন্টারনেট সংযোগসম্পন্ন দুটি কম্পিউটার ল্যাব, যাতে ১৬০ জন শিক্ষার্থী একই সাথে বসে পঠন, পাঠন ও গবেষণার কাজ করতে পারবে নির্বিঘ্নে। এখানে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া সুবিধাসম্পন্ন কনফারেন্স রুম, যেখানে বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা যাবে। এছাড়াও এই সেন্টারে ভবিষ্যতে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনের সুবিধাসম্পন্ন একটি সেমিনার রুম করা হবে, যাতে এই সেন্টারে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ দেশে এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যোগদান করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রফেসর ড. মো: বশির আহমেদ জানান, ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের আন্তরিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টার অত্যাধুনিকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে ইতিমধ্যে বেসিক কম্পিউটার কোর্স ও কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কোর্স অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজন করেছে তাঁর সেন্টার। ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে তাঁর সেন্টার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক নানা ধরণের এ্যাডভান্সড লেভেলের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে।

রুয়েটে নির্মিত হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটকের নির্মাণকাজ এগিয়ে চলেছে। ২০১৬ সালের ৯ জানুয়ারী প্রধান ফটকের নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহা: রফিকুল আলম বেগ। উদ্বোধনের পরেই শুরু হয় এর নির্মাণকাজ।

রুয়েটে নির্মানাধীন প্রধান ফটক।

আধুনিক শৈলীর এই প্রধান ফটকের স্থাপত্য নকশা করেছেন রুয়েটের আর্কিটেকচার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং স্ট্রাকচারাল নকশা করেছেন পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ। রুয়েটের প্রকৌশল শাখার তত্ত্বাবধানে প্রধান ফটকের নির্মাণকাজ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান প্রকৌশলী মো: শাহাদত হোসেন। তিনি বলেন, প্রধান ফটকের স্ট্রাকচারাল নকশা অত্যাধুনিক হলেও অনেক জটিল। ফলে এর নির্মাণকাজ শেষ হতে কিছুটা বেশী সময় লাগছে।

জনাব শাহাদত আরও বলেন, রুয়েটের প্রধান ফটকের নির্মাণকাজ পূর্ণাঙ্গভাবে শেষ হলে এটা হবে অনেক দৃষ্টিনন্দন। সবাই এই ফটক দেখে অভিভুত হবেন। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এত অত্যাধুনিক প্রধান ফটক নাই বলেও তিনি দাবী করেন। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ এর নির্মাণকাজ শেষ হতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

রুয়েট আর্কিটেকচার বিভাগের শিক্ষার্থীর "ডট স্টুডেন্ট কম্পিটিশন, ৫ম সাইকেল-২০১৬„ এ জয়লাভ

বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ স্থাপত্য ও শিল্প বিষয়ক ম্যাগাজিন ডট এর আয়োজনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে "ডট স্টুডেন্ট ডিজাইন কম্পিটিশন, ৫ম সাইকেল, ডিসেম্বর ২০১৬„ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার বিভাগের প্রথম ব্যাচ এবং ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ মাসুম বিল্লাহ তরফদার ক্যাটাগরি-সি তে বিজয় লাভ করে।

দেশবরেণ্য স্থপতি ও স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর আর্কিটেকচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শামসুল ওয়ারেস এর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ

রাজধানীর ব্রাক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য স্থপতিগণ ও শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় অসংখ্য শিক্ষার্থী তাদের নতুন চিন্তাধারা সমন্বিত সৃজনশীল কাজ নিয়ে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্য থেকে তিনটি ক্যাটেগরিতে (এ, বি, সি) ছয় জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিটি ক্যাটেগরিতে বিজয়ী ও কমেন্ডেশন এই দুইটি পুরস্কার দেয়া হয়। একই সঙ্গে সেদিন পত্রিকাটির প্রকাশিতব্য সংখ্যার মোড়ক উম্মোচন করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে স্থপতি মুস্তাফা খালিদ পলাশ এর সম্পাদনায় ডেলভিস্তা ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে ডট পত্রিকা ।